তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমকাল

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা পেলে অনুমতি বাতিল

■ সাব্বির নেওয়াজ

জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জড়ালে ও তদন্তে তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাময়িক অনুমতি সনদ' বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে সরকারের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে চিঠি পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোনো ছাত্র বা শিক্ষক কোনো ধরনের জঙ্গি তৎপরতায় জড়ালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুসারে তিনি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। গত সোমবার থেকে এ চিঠি ক্রমান্বয়ে দেশের ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে। এ চিঠিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই-বাছাই করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সমকালের সঙ্গে আলাপচারিতায় সবার খোঁজখবর ও দায়দায়িত্ব না নিতে পারলে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি ও বিভাগ না খুলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কম ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা পেলে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থী ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

চিঠিতে যা বলা হয়েছে : পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর সাময়িক অনুমতির শর্তাবলির অন্যতম শর্ত হলো, এ আইনের ধারা ৬(১০) প্রতিপালন করা। ওই ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থে ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হইতে পারে এমন কোনো কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবে না বা সন্ত্রাসী বা জঙ্গি তৎপরতা বা এই জাতীয় কোনো কার্যকলাপে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোভাবেই কোনো পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে না।' চিঠিতে আরও বলা হয়, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর ধারা ৪৮ ও ৪৯ অনুযায়ী উল্লিখিত ধারা ৬(১০) লঙ্ঘিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে এবং তদন্ত সাপেক্ষে তা প্রমাণিত হলে সরকার আইন অনুযায়ী উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বাতিলের আদেশ প্রদান করিবে। এ ছাড়া উক্ত লঙ্ঘন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে একটি অপরাধ হবে এবং তজ্জন্য অনূর্ধ্ব-৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল সোমবার সমকালকে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ২০১০ সালের আইনের বলে, যেটি লঙ্ঘন করলে সাময়িক অনুমতি বাতিলের বিধান রয়েছে। আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেউ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবে না। করলে তাদের আইনে নির্ধারিত সাজা দেওয়া হবে। চিঠি দিয়ে এ বিষয়টিই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।'

ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের উপপরিচালক জেসমিন পারভীন স্বাক্ষরিত এ চিঠি প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে আইনটি কার্যকর করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই-বাছাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে অভিভাবক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এবং প্রয়োজনবোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।'

চিঠি পেয়েছে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে চিঠিটি হাতে পেয়েছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম গতকাল সমকালকে জানান, তিনি ইউজিসির এই নতুন নির্দেশ হাতে পেয়েছেন। সরকারের যে কোনো আদেশ-নির্দেশ অনুসারে তারা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেবেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইমরান রহমানও ইউজিসির এ চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেন।

নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী : সরকারের নতুন এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'জঙ্গিবাদের ক্যান্সার ছড়ানো কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনোভাবেই চলতে দেওয়া হবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার প্রমাণ মিললে আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই প্রতিষ্ঠানের অনুমতিও বাতিল করা হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ মাস আগেই মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে জড়িত ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা এ কাজে শৈথিল্য দেখিয়েছেন।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকদের তাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চিনতে হবে। তাদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। আমার কাছে অনেকে আসেন, বলেন, আমাদের ২০ হাজার শিক্ষার্থী। কীভাবে এতজনের খোঁজ রাখব? জবাবে আমি তাদের বলি, সামান্য খোঁজই যদি রাখতে না পারেন, তাহলে পড়ালেখা শেখাবেন কীভাবে? এত বেশি ভর্তি করেন কেন? কেন নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি ও বিভাগ খোলেন?' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রয়োজনে ভর্তি কমিয়ে শিক্ষার্থীদের সবার খোঁজ রাখতে হবে। তাদের কাজকর্মের দায়দায়িত্ব নিতে হবে।'

গত ১ জুলাই গুলশানে জঙ্গি হামলার পর সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে নিহত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনের ছবি প্রকাশ করে আইএস। ঈদের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় পুলিশের গুলিতে এক যুবক নিহত হন। এই ছয়জনের মধ্যে চারজনই বিভিন্ন ব্যয়বহুল ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। তাদের দু'জন বেসরকারি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন, একজন ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের। এর আগে গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ও ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যা মামলায় যে আটজনের সাজার আদেশ হয়, তাদের মধ্যে সাতজনই নর্থ সাউথের শিক্ষার্থী ছিলেন। গত বছর ইউজিসি তদন্ত দল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের বই পায়। জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারও করা হয় বলে গণমাধ্যমের খবর। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ চিঠির মাধ্যমে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি বাতিলের কঠোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ইঙ্গিত দিল।